খুলাসা খুতবা জুমা ২৮-০২-১৪

স্থান : বায়তুল ফুতুহ লন্ডন

বিগত জুমায় আমি হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) এর বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম, এই প্রসঙ্গে তাঁর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হওয়া নিয়ে উল্লেখ হচ্ছিল। এবং একথারও উল্লেখ হচ্ছিল তাঁর জ্ঞান ও তত্বদর্শিতা এবং কুরআন করীমের সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও গভীর বিশ্লেষণ অন্যদেরকেও প্রভাবিত করেছিল। এবং এবিষয়টি তারা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে। এই স্বীকারোক্তি , কির্ত্তী এতই বিস্তৃত যে, কয়েক মাস ছাড়িয়ে বরং কয়েক বছর পর্যন্ত এ বিষয় নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকতে পারে। যা বাহ্যতই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু একটি কথা আমি গত জুমায় উল্লেখ করতে চাই ছিলাম , সময়ের অভাবের কারণে তা করতে পারিনি। আজ সে কথারই উল্লেখ করব। এটি আজ থেকে ৯০ বছর পূর্বের কথা। এই শহর লন্ডনের সাথে এর সম্পর্ক আছে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে, সেপ্টেম্বর ১৯২৪ সালে একটি ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁর সঙ্গে ১২ জন সদস্যের দল নিয়ে আসেন। আর এটা কোনো সাধারণ ব্যপার ছিল না , তিনি নিজের খরচ নিজেই বহন করেন , কিন্তু বাকিদের জন্য ঋণ নিতে হয়েছিল।

এটা খলীফাতুল মসীহর প্রথম ইউরোপ পরিভ্রমণ ছিল আর এর সাথে আরব দেশগুলিও যুক্ত ছিল। মিসর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ইত্যাদি । এই আরব দেশগুলিতে খলীফাতুল মসীহ্ সানী ছাড়া আর কোন খলীফার ভ্রমণ হয়নি। এর পর পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে সেই সঙ্গে নিষেধজ্ঞা জারি করা হয়েই চলেছে।

একদিন হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) তাঁর সঙ্গীদের সাথে জামাতসহ নামাজ পড়ছিলেন , জলজাহাজের ডেকের উপরে , প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাঝামাঝি। নামাজ পড়ার পর বসে ছিলেন। সঙ্গে সাথীরাও বসে ছিল। জাহাজের যিনি ডাক্তার ছিলেন তিনি ইটালিয়ন ছিলেন, তিনি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন , হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী ও তাঁর সাথীদেরকে দেখে তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে নির্গত হল Jesus Christ and twelve disciples অর্থাৎ যীশু ও তাঁর বারজন শিষ্য । এই সম্মেলন যাকে ইয়েম্বলের সম্মেলন বলা হয় , সেটির ঐতিহাসিক পটভুমি ও উদ্দেশ্যাবলী উপস্থাপন করছি।

এর আরম্ভ ১৯২৪ সালে। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ইয়াম্বলে প্রদর্শনী বিষয়ক সোসালিস্ট লিডার যিনি 'উইলিয়ম লাফটস হেয়ার' ইনি প্রস্তাব দেন যে, এই বিশ্ব প্রদর্শনীর সঙ্গে একটি ধর্মীয় সম্মেলনেরও আয়োজন করা হোক। যেখানে ব্রিটেনের , সেই সময়ের ব্রিটিশ সরকার অনেক স্থানে বিস্তৃত ছিল, বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবর্গদের আমন্ত্রণ জানান হোক যেন তারা এই সম্মেলনে যোগদান করে। এবং নিজ নিজ ধর্মের দর্শনের উপর আলোকপাত করে। প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপকরা , যাদের মধ্যে পাশ্চাত্যবিদরা ও ছিল। এই কথা চিন্তা করে একমত হল এবং লন্ডন ইউনিভার্সিটির পাশ্চাত্যবিষয়ক শিক্ষার স্কুল অর্থাৎ School of Oriental studies তার ব্যবস্থাধীনে ব্যাপক আকারে সম্মেলন আয়োজনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এবং সম্মেলনের স্থান

'ইম্পেরেয়িল ইন্সটিটিউট লন্ডন' কে নির্দিষ্ট করা হয়। এবং ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ থেকে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত তারিখ ধার্য হয় । কমিটি হিন্দুমত , ইসলাম , বৌদ্ধধর্ম, চিনী ধর্ম , সিখ মতবাদ,তসুফ, ব্রহ্মসমাজ, আর্য সমাজ, কনফিউসাস মতবাদ ইত্যাদি ধর্মাবলীর বক্তাগণকে নির্বাচিত করেন এবং তাদেরকে আমন্ত্রণ জানায়।

সেই সময় হযরত মৌলভী আব্দুর রহীম সাহেব দরদ (রাঃ) ১৯২৩ সালের প্রারম্ভে দিকেই লন্ডন এসে ছিলেন। তিনি লন্ডনে ছিলেন কিন্তু তিনি এই সম্মেলন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। যখন তিনি অবগত হলেন হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) এর সম্পর্কে ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে কথা বলেন। কমিটিতে যখন তাঁর নাম উপস্থাপন করা হয় ডাঃ আরনল্ড ও প্রফেসর মারগোলেথ এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সম্প্রীতি প্রদর্শন পূর্বক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানীর সমীপে সম্মেলনে যোগদান করার জন্য দরখাস্ত করা হোক । যাই হোক হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) যাত্রার জন্য রওনা হন। ২৩ শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ সালে এই সম্মেলন আরম্ভ হয়। সম্মেলনে হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) অতুলনীয় বক্তব্য প্রদানে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াত এর খ্যাতি অলঙ্কৃত হয়। ইউরোপে ইসলামের শিক্ষা সঠিকভাবে পৌঁছে যায়। এবং হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর লন্ডনে বক্তব্য প্রদানের যে একটি দিব্য দর্শন ছিল তা পূর্ণ হয়।

সভার সভাপতি স্যার থিউডর মরিসন ছিলেন। তিনি হুযুরের পরিচয় করান এবং তারপর অত্যন্ত সম্মানের সাথে তার ভাবাবেগ ব্যক্ত করে হুযুরকে তাঁর নিজ বক্তব্য দ্বারা আনন্দ প্রদানের কথা বলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রাঃ) যিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে স্টেজে উপবিষ্ট ছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে ইংরাজীতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি(রাঃ) বলেন ; ভায়েরা ও বোনেরা! সর্ব প্রথম আমি খোদা তায়ালার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, তিনি এই সম্মেলনের আয়োজকদের মনে এই ভাবনার উদ্রেক সৃষ্টি করে যে, জনগণ এভাবে ধর্মের বিষয়ে বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য শুনে দেখুক যে কোন ধর্ম গ্রহণ করা উচিৎ। এরপর তিনি বলেন আমি আমার শিষ্য চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবকে আমার বক্তব্য পড়ে শোনানোর জন্য বলব।

যাই হোক চৌধুরী সাহেব বক্তব্যটি পড়তে প্রায় এক ঘন্টা সময় নেন এবং তিনি অত্যন্ত দাপটের ভঙ্গিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। যাই হোক উপস্থিত বর্গ প্রবন্ধটির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এরূপ প্রতীত হচ্ছিল যেন সমস্ত উপস্থিত বর্গ আহমদী । সমস্ত মানুষ এক মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় শেষ পর্যন্ত বসে থাকল। প্রবন্ধটিতে যখন ইসলাম সম্পর্কে কোন বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছিল যা তাদের জন্য নতুন ছিল তখন অনেকে আনন্দে লাফিয়ে উঠছিল। দাসত্ব প্রথা , সুদ ও স্ত্রীদের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়। প্রবন্ধের এই অংশটিকেও কেবলমাত্র পুরুষরাই নয় বরং মহিলারাও অত্যন্ত সাগ্রহ ও আনন্দ সহকারে শোনে। এক ঘন্টা পর লেকচার শেষ হয়। লোকেরা অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা প্রকাশ করে করতালি দিতে থাকে।

অপরদিকে যিনি সভাপতি ছিলেন তাঁকে বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। এই প্রবন্ধটি আনোয়ারুল উলুমের অষ্টম খন্ডে বিদ্যমান।

সম্মেলনের সভাপতি বলেন যে, মির্যা বশীরুদ্দিন ইমাম জামাত আহমদীয়া-র প্রবন্ধ পড়া হলে 'স্যর থিউড মারসেন' নিজের সভাপতির মন্তব্যে বলেছেন যে , এই অর্থাৎ আহমদীয়া সিলসিলা ও

বর্তমান যুগের অন্যান্য সিলসিলার সৃষ্টি হওয়া প্রমাণ করছে যে, ইসলাম একটি সত্য ধর্ম। তিনি বলেন যে, সিলসিলা আহমদীয়া, সিলসিলা মুসবীয়াতে সিলসিলা ইসবিয়ার ন্যায় ইসলামে একটি জরুরী ও কুদরতী সংস্কার , যার উদ্দেশ্য কোনো নতুন শরীয়তি আইন প্রনয়ন করা নয়। বরং প্রকৃত ও যথার্থ ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

এর পর সভাপতি মহাশয় বলেন , আমার বেশি বলার আবশ্যকতা নাই। প্রবন্ধের শোভা ও সৌকর্যের অনুমান প্রবন্ধটি নিজেই করিয়েছে। আমি নিজের পক্ষ থেকে এবং উপস্থিতজনদের পক্ষ থেকে প্রবন্ধের সৌন্দর্য্য, চিন্তাধারা ও সৌন্দর্যের বিন্যাস ও যুক্তি উপস্থাপন করার উচ্চমানের পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ - এর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। উপস্থিতজনদের চেহারাগুলি অস্ফুট স্বরে আমার এই কথার সঙ্গে ঐক্যমত। এবং আমার বিশ্বাস যে, তারা স্বীকার করছে আমি তাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার ক্ষেত্রে সত্যের উপর রয়েছি। এবং তাদের প্রতিনিধিত্বের কর্ত্তব্য পালন করছি। এর পর হুজুরের দিকে সম্বোধন করে বলেন যে, আপনাকে লেকচারের সুফলতার জন্য মুবারকবাদ জানাচ্ছি। যে সব প্রবন্ধ এখানে পড়া হয়েছে তার মধ্যে আপনার প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। এবং এর পর ও 'স্যর থিউডর মরিসন' সাহেব স্টেজের উপর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। এবং বার বার প্রবন্ধের প্রসংশা করতে থাকেন।

এর পর ফ্রি চার্চ - এর হেড 'ডাক্তার ওয়াল্টার ওয়াশ' যিনি স্বয়ং মিষ্টভাষী লেকচারার ছিলেন নিজের অনুভুতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমি অতি সৌভাগ্যবান যে এই লেকচারটি শোনার সুযোগ পেলাম। আইনের অধ্যাপক বর্ণনা করেন যে, যখন আমি বক্তব্যটি শুনছিলাম আমি উপলব্ধি করছিলাম যেন এই দিনটি এক নতুন যুগের সূচনা করতে চলেছে। তারপর বলেন, যদি আপনারা আরো কোনও পদ্ধতিতে হাজার হাজার টাকা ও খরচ করতেন তবুও এই পরিমাণ বিশাল সফলতা অর্জন করতে পারতেন না।

এর পর পাদরী মিনশ বলেন যে, তিন বছর পূর্বে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল যে হযরত মসীহ তের জন হাওয়ারীদের সঙ্গে এখানে এসেছেন। এবং এখন আমি দেখছি সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়ে গেল। প্রথমে আমি বারো জন হাওয়ারীর উল্লেখ করেছিলাম। ১৩ তম ব্যক্তি সেখানে অনুষ্ঠানের সময় যিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি হলেন হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব। এই ভাবে ১৩ জন পূর্ণ হয়। মিঃ মিস শার পালস্ যিনি সম্মেলনের সেক্রেটারী ছিলেন , তিনি বলেন লোকেরা এই বক্তব্যটির অত্যন্ত প্রসংশা করছেন। এবং স্বয়ং বলেন যে, এক ভদ্রলোক মহোদয়ের সম্পর্কে বলে যে ইনি এই যুগের লুথার বলে মনে হচ্ছে। কিছু লোক বলল যে, তাঁর বুকের মধ্যে একটি আগুন রয়েছে। একজন বলল যে, সমস্ত প্রবন্ধের চাইতে উত্তম ছিল।

একজন জার্মান অধ্যাপক জলসার পর রাস্তায় যেতে যেতে এগিয়ে এসে হুযুরকে অভ্যর্থনা জানান। এবং বলেন যে, আমার কাছে কয়েকজন বড় বড় ইংরেজ বসে বলছিল যে এটা এক অতি দূর্লভ বিচারধারা যা সচরাচর শোনা যায় না। মিঃ লীন যিনি ইন্ডিয়া অফিসে একটি উচ্চ পদাধিকারী ছিলেন , স্বীকার করেন যে খলীফাতুল মসীহর প্রবন্ধ সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সর্বোৎকৃষ্ট ছিল । ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী বর্ণনা করেন, এক সাহেব হুযুরের নিকট উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন যে, আমি ভারতে ত্রিশ বছর কর্মরত ছিলাম, এবং মুসলমানদের অবস্থা ও

যুক্তিপ্রমাণ গুলি অনুধাবন করেছি, কেননা আমি একজন মিশনারী হিসেবে ভারতে ছিলাম, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য, অকৃত্রিমতা ও সৌকর্যের সঙ্গে আপনি আজকের প্রবন্ধ উপস্থাপন করলেন তা আমি এর পূর্বে কখনো কোথাও শুনিনি। এই প্রবন্ধটি বিচারধারার দিক দিয়ে হোক বা বিন্যাসের দিক দিয়ে অথবা যুক্তিপ্রমাণের দিক দিয়ে আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

আরও এক ভদ্র লোক বলেন, তিনি বক্তব্যটি শোনার জন্য ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে, আমি স্বীকার করছি যে প্রকৃতপক্ষেই ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম । যে সৌন্দর্য্য ও অনন্য পদ্ধতিতে আপনি ইসলামকে উপস্থাপন করলেন তার সঙ্গে অন্য কোনও ধর্ম প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবে না। আমার অন্তরে এর গভীর প্রভাব পড়েছে।

আবার মহিলারাও যারা বহু সংখ্যায় উপস্থিত হয়েছিলেন, তারা এই বক্তব্যটির অনেক প্রশংসা করেন। একজন মহিলা বলে যে, কিছু মহিলা আমাকে বলেছে যে There is a fire in him, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে একটি আগুন রয়েছে।

মিস কর্নর একজন নাস্তিক এবং খোদার অস্বীকারকারীনী মহিলা, সে বলে যে, It was charmful, অর্থাৎ এটা একটা মুগ্ধকর ও মনোরম বক্তব্য ছিল। অত্যন্ত উচ্চ চিন্তাধারা বিশিষ্ট ছিল, নতুন সত্যতা ইত্যাদি ইত্যাদি ধরণের শব্দ তো আরও অনেকে ব্যবহার করেছিলেন।

বাহাই ধর্মের একজন মহিলা লেকচার শোনেন এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কাছে পর্যন্ত আসে, তিনি বলেন যে, আমি বাহাই চিন্তাধারা পোষণ করি। কিন্তু আজ এই লেকচার শোনার পর আমার চিন্তাধারা বদলে গেছে। আমি আপনার বেশি বেশি লেকচার শুনতে চাই। যদি আপনি অনুগ্রহপূর্বক বলে দেন যে, কখন ও কোন কোন স্থানে লেকচার হবে,তবে আমি অবশ্যই আসব।

একজন খ্রীষ্টান মহিলা নিজের কন্যাসহ সেখানে আসে। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রাঃ) কে অনুসরন করে চলে আসে এবং আবেদন করে যে, আমার বাড়িতে বৃহস্পতিবার দিন চা পান করার জন্য আসুন। হযরত সাহেব ব্যস্ততার কারণ উপস্থাপন করেন। কিন্তু সে সনির্বন্ধ অনুরোধ ও ভালবাসার সঙ্গে আবেদন মঞ্জুর করিয়ে নেন। এবং বলে যে, যখনই হোক কিন্তু অবশ্যই আসুন।

এক ব্যক্তি বলে যে, এমন সুন্দর প্রবন্ধ ছিল যে দেশপ্রেমের চাইতেও বেশি সুন্দর ছিল। অতএব এই যে প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে, এটাও এবং যেটা এর পূর্বে প্রস্তুত করা হয়েছিল। যেরূপ আমি বর্ণনা করেছিলাম যে, যেটা দীর্ঘ হওয়ার কারণে পাঠ করা সম্ভব ছিলনা। এই দুটি প্রবন্ধই ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে। যদিও কিছু পরিসংখ্যান, বা মিশন হাউস ও জামাতের কর্মকান্ডের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা সেই সময়ের । এখন তো জামাত অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু এই প্রবন্ধের যে সৌন্দর্য্য সেটা হল জ্ঞান , আর বাকী বর্ণনাগুলি রয়েছে সেগুলি আজও বজায় আছে। এই কারণে আমাদের মধ্যে যারা ইংরেজী সম্পর্কে অবগত আছে সেই শ্রেণীর তো এটা অবশ্যই পড়া উচিত। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুসলেহ মওউদ(রাঃ) এর উপর অজস্র করুণা করুক, যিনি আমাদের জন্য প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধে অনন্ত গুপ্ত ভান্ডার রেখে গেছেন। যার সম্পর্কে আমি পূর্বের খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম। প্রত্যেকটি বিষয়কে তিনি স্পর্শ করেছেন। ফজলে উমর ফাউন্ডেশনের উচিৎ এই জ্ঞান ভান্ডারটিকে শীঘ্রই বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা। কিছুটা চেষ্টা তো করছেন, কিন্তু আরও গতি দরকার।

শেষে হুযুর ডেনমার্কের একজন একনিষ্ঠ আহমদীয়াতের খাদিম মুকররম 'কামাল কারো' সাহেবের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন।এবং বলেন যে জুমার নামাজের পর তাঁর জানাজার নামাজ পড়াব।